স্মারক নং ১০৫ তারিখঃ ২৫/২/২৫
১) দৈনিক ... আমাদের সময়
২) দৈনিক ... ভোরের পাতা
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩ (১) ধারা মোতাবেক

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

মোকামঃ বিজ্ঞ ২য় যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত, গাজীপুর।

অর্থজারী মোকদ্দমা নং-১৮/২০২৫

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, যাহা ১৯৯৪ইং সালের কোম্পানী আইনে রেজিষ্ট্রীকৃত একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান (যাহা পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ আদেশ ২৬/১৯৭২ এর প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহার প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, থানা-মতিঝিল, জেলা-ঢাকা। উহার বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, "উত্তরা মডেল টাউন শাখা" জিলা-ঢাকা নামে পরিচিত।

------------------**ডিক্রীদার।**

বনাম

(১) **সাইফুল ইসলাম,** পিতা-আবুল হোসেন, মাতা-মাজেদা খাতুন, মালিক- ভাইজান টেলিকম, ব্যবসায়িক ঠিকানা-৪৬ চালাবন, মাজার রোড, দক্ষিন খান, জেলা-ঢাকা।

(২) **মোঃ শাজাহান খান,** পিতা-আব্দুর রশিদ খান, মাতা-মোসাঃ রেজিয়া খাতুন, জামিনদার- ভাইজান টেলিকম, ঠিকানা-চৌড়া, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

---------- **দায়িকগন।**

এতদ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য ৩০/০৪/২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত **২৪,৩২,৭০৪.০০ (চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার সাতশত চার) টাকা** আদায়ের নিমিত্তে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদেরকে অত্র বিজ্ঞপ্তি সহ তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় জামানতের বিবরণ লিখিয়া সহি স্বাক্ষরিত সীল মোহরকৃত টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। **আগামী** ২৯/৫/২৫ **ইং তারিখে** বেলা ০২:০০ ঘটিকার মধ্যে নিলাম ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রত্যেক দর দাতাকে জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অথবা অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দিবসে উপস্থিত দর দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হইবে। সর্বোচ্চ দর গ্রহণের বিষয়টি আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে।

নিলামের শর্তাবলী

১) **আগামী** ২৯/৫/২৫ **ইং তারিখে** বেলা ২.০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অত্রাদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহণের বাক্সে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে।

২) নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিলাম দরপত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখে সিলমোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর "সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র" লিখে দাখিল করতে হবে।

৩) নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৪) প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকা জামানত স্বরূপ **বিজ্ঞ ২য় যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত, গাজীপুর** এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হইবে।

৫) দরদাতা অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হইলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৬) দর দাতাগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) এর সম্মুখে ঐ একই দিন অর্থাৎ ২৯/৫/২৫ ইং তারিখ বিকেল ২.০০ ঘটিকায় দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

৭) দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮) তফসিল সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা- সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রীদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাইবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরদাতাকে বহন করতে হবে।

৯) উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং-৫ এর অধীনে প্রথম দরপত্র দাতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ আদালত ডিক্রীদারকে প্রদান পূর্বক ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করিবে এবং আদালত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, আদালত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৩ (৩) অনুযায়ী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহ্বান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উক্ত আইনের উপ-ধারা ২(খ) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।

১০) দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তি গুণ, মান, পরিমাণ ও অবস্থা সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১) দরপত্র গৃহীত না হইলে জামানতের টাকা যথা সময়ে ফেরত দেওয়া হইবে।

১২) কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৩) সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য কর ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

১৪) আইনের বিধানমতে ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৫) নিলামে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

সম্পত্তির তফসিল

জিলা-গাজীপুর, থানা-কালীগঞ্জ, সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস-কালীগঞ্জ, মৌজা-ফুলদী, জে.এল নং-সি.এস-৩২৯, এস.এ-৬৩, আর.এস-৬৩, খতিয়ান নং-সি.এস-৭৭১, ১৬৬৫, এস.এ-১৪৩৪, ৬১২, আর.এস-৫১৮, ১৩, জোত নং-২১৩০, দাগ নং-সি.এস-৩১০৭, ৩১৮০, এস.এ-৩১০৭, ৩১৮০, আর.এস-৭৬৭৫,৭৬১২, জমির পরিমান-২৮ (আটাশ) শতাংশ মাত্র। তদস্থিত নির্মিত-নির্মিতব্য যাহা কিছু আছে। যাহার চৌহদ্দিঃ-উত্তরে-আল আমিন, দক্ষিণে-রকি, পূর্বে-গোলজার, পশ্চিমে-রাস্তা।

আদালতের আদেশ ক্রমে

সেরেস্তাদার
২য় যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত,
গাজীপুর।

২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত
গাজীপুর